শিবতত্ত্ব

দ্বিতীয় সংস্করণ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অনুকম্পিত
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব তিথি—২রা ভাদ্র, ১৩৯৩ সাল।
ইং ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৬।

আনুকূল্য—৫·০০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান, পোঃ আঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅসীম কুমার পোদ্দার ও শ্রীঅসিত কুমার পোদ্দার কর্ত্তৃক জনতা প্রিন্টার্স, চরস্বরূপগঞ্জ, নদীয়া হইতে মুদ্রিত।

বিষয়-সঙ্কেত

॥ মুদ্রণ-প্রমাদ-শোধন ॥

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৪	সুন্দর্শন	সুদর্শন
১৬	১৫	শ্রীল প্রভুপদ	শ্রীল প্রভুপাদ
২৩	হেড্ লাইন	ভাগবত	ভগবত
৩২	১৩	রুদ্রারধন	রুদ্রারাধন
৩৭	৩	করিরা	করিয়া

—:※:—

শিবতত্ত্ব

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৬)

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ স্মৃতঃ।
ন শঙ্করাদ্বৈষ্ণবশ্চ সহিষ্ণুর্ধরাপরা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্ম, ১১।১৬)

শিব, সদাশিব, শম্ভু, শঙ্কর, রুদ্র, মহাদেব, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোচন, পঞ্চানন, পিনাকী, হিমাংশুশেখর, ত্রিপুরারি, পশুপতি, রামেশ্বর, ঈশান, বিরূপাক্ষ, কীর্ত্তিবাস, ইত্যাদি নামে সঙ্গিত। শিব শব্দে মঙ্গল,—যাঁহা হইতে সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। যাঁহার সত্তায় অমঙ্গল থাকিতে পারে না। নানা নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সকল শিবের অংশী 'সদাশিব'। শ্রীশম্ভু—বৈষ্ণব-গণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে গণ্য। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরূপে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তিনি দ্বিবিধভাবে লীলাপর। প্রথম,—স্বাংশে ঈশ্বর-কোটি ; দ্বিতীয়—বিভিন্নাংশে জীব-কোটি। প্রথম রূপে,—তিনি বৈকুণ্ঠে, শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবক রূপে সদা বর্ত্তমান ; তিনি সদাশিব নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয় রূপে—তিনি ব্রহ্মাণ্ডে

আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন; তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া বিজ্ঞাত। এইরূপে তিনিও জীব। তাঁহার এই 'রূপ' মহাপ্রলয়ে তিরোহিত হয়। সুদর্শনতাপিত দুর্ব্বাসা ঋষিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কালক্রমে পরম কারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—"আমি, ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ, তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া, দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্থলে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি। কাল পূর্ণ হইলে, তাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রেই এই স্থান সহিত আমাদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে।" (ভাঃ)

মায়াধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে কৈতব-কুহকমুগ্ধ জীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থকাম, কখনও বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষকামনায় নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিও তাহাদিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ ঐ সকল অশুভ গতি প্রদান করিয়া বঞ্চিত করেন। কেবল যাঁহারা প্রকৃত নিত্য-স্বরূপের নিকট নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থী, তাঁহাদিগকেই পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতোগণকে তিনি এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাববর্জ্জিত বিষয়ী তাঁহার আরাধনা করিয়া কদাচিৎ কাম্যফল লাভ করিলেও, তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারে না; কাল-কবল হইতেও নিস্তার পায় না। কালযবন, রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক,

বৃক, ক্রৌঞ্চ, অন্ধকাদি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অসুর-বিমোহনকারী, মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি ধ্বংসকারী রুদ্রস্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশগতি-লাভের জন্য উপস্থিত হন, তাঁহারাও স্থাবর দেহাদির ন্যায় অচিদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সকলই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিক পুরাণে শিববাক্যে অমূল্য কৃষ্ণকথা সর্ব্বত্র অজস্র অমিয়প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে অপর পুরাণে যে সকল কৃষ্ণভক্তির বাধক বিপরীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাক্রমেই অসুর-মোহনের জন্য দুর্জ্জয় মায়াজাল মাত্র। পদ্মপুরাণে পরমবৈষ্ণব শিবই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,— "বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥" এই সকল শাস্ত্র—তমোগুণের সহায়,—তামস শাস্ত্র। তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যে মূঢ় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শঙ্করের বৈষ্ণবতা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা বা ধারণা করে, সে কখনও শিবকৃপা বা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু, শিবাপরাধেই তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে। বৈষ্ণবচূড়ামণি মহেশ বিষ্ণু-সেবায় যেমন তুষ্ট হ'ন, তাঁহার নিজ সেবায় তাহার শতাংশের একাংশ সন্তোষও লাভ করিতে পারেন না। তিনি হরিপ্রেমেই পাগল; হরিনাম গুণ-গাণেই বিভোর। শ্রীহরির মহিমা-প্রচারেই পঞ্চমুখ। হরিভক্তের সকাশেই তাঁহার নিত্যনিবাস। হরিভক্তই তাঁহার একান্ত আত্মজন। হরিভক্ত হইতে তাঁহার প্রিয়-

পাত্র আর কেহ নাই। তিনি পরম ভক্ত প্রচেতোগণের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন;—"যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্ন স প্রিয়ো হি মে॥" অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্যাদপিগুহ্য-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের শ্রীচরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়॥" শ্রীরুদ্র ভগবান্‌কে স্তব করিয়া আরও বলিয়াছেন,—"ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ো ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥" তিনি এই পরম সত্যও জগতে ঘোষণা করিয়াছেন;—"যে ভক্ত-যোগীরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদন-মোহন-মূর্ত্তির ভজনা করেন; তাঁহাদিগকেই বেদে ও তন্ত্রে তত্ত্ববিৎ বলা হইয়াছে।" (শ্রীভাঃ ৪।২৪।৬২)। এই কথাই স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন (গীতা ১২।২)। পদ্মপুরাণের শিবমুখের সুবিস্তৃত কৃষ্ণকথা একটি পরমানন্দময় পরমনিধি। হরের হরি, সুতরাং হরির হর, এত প্রিয় যে, 'উভয়কে অভেদাত্ম বলা হয়।' "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" (গীতা ৯।২৯)। 'হরিকে যে দ্বেষ করে সে যেমন হরের; তেমন হরকে যে দ্বেষ করে সে তেমনি হরির বিরাগ ভাজন হয়॥' ভক্তপ্রিয় ভগবান্ আপন ভক্তকে (তিনি না লইলেও) আপনারও উপর আসন দিয়া আনন্দিত হন। ইহা হইতেই, শ্রীভগবানের এই অত্যধিক ভক্তপ্রিয়তা হইতেই, "রামের গুরু শিব" এই কথাটির জন্ম হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার প্রেম পাত্রকে-

গুরুর গৌরব দিয়াই পরিতৃপ্ত হন। প্রেমময় প্রভু আমাদের এই ভাবেই অনেককে "আমার গুরু" বলিয়া গৌরবের আসন দিয়াছেন। তাহাতে মোহিত হইয়া মূলে ভুল হইলেই, সর্ব্বনাশ।

ভাগবতোত্তম শিব বিষয়বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে তমোগুণ বা তদুচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না। তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। মূঢ়জনেরা মনোমত ভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লয়, সজ্জিত করে; তাঁহার স্বভাব ও স্বরূপ জানে না। তাহারা, বহির্ম্মুখিনী বুদ্ধিবশে, তাঁহাতে নানারূপ উদ্‌ভট বিষয়ের সংযোগ সংঘটন করিয়া, আপনাদেরই অসৎ প্রবৃত্তির পরিচয় দান করে এবং অপরাধে উৎসন্ন হয়। হরের প্রিয়তম বস্তু হরি; সুতরাং হরিপ্রিয় বস্তুই তাঁহারও প্রিয়বস্তু। হরিপ্রিয় হরিপ্রসাদিত উপচারেই তাঁহার পূজা বা প্রীতি সাধন। তদিতর বস্তুতে তিনি কখনই প্রীত হন না। শ্রীহরিই তাঁহার প্রাণ; হরিই তাঁহার জ্ঞান; হরিই তাঁহার ধ্যান; তাঁহার শ্রীমুখের, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের, সদাভূষণ 'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম।

শম্ভু—শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষের ন্যায় প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে-নিপুণ (প্রবৃত্তব্যক্তিগণই) বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হন। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দক্ষ শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিবের প্রতি দক্ষের ঐ সকল চেষ্টা গৃহমেধি-প্রবৃত্তব্যক্তিগণের—নিবৃত্তবৈষ্ণবগণের

প্রতি মৎসরতারই নিদর্শন প্রচার করিতেছে। "শম্ভু সতত বাসুদেবের চরণে প্রণত, তিনি মহাভাগবত, সুতরাং বাহ্য অক্ষজ-দৃষ্টিতে লোকে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারে না। উহা তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥"—ভাঃ ৪।৩।২৩। শ্রীশম্ভু বলিতেছেন—"অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বসুদেব' শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য পুরুষ সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব'। তিনি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত পুরুষ। বাসুদেব সেবোন্মুখচিত্তে নিত্য-প্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে সতত বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।" বাসুদেব-প্রিয়তম মহাভাগবত শম্ভুর মুখে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

ভগবান্ কপিলদেব একটি শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।" —ভাঃ ৩।২৮।২২।—"যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌত জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক-পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।" সুতরাং শম্ভু যে পরমবৈষ্ণব এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন; কিন্তু তিনি ভগবৎ-প্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শম্ভুকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং ইহাই শম্ভুর প্রকৃত

নিত্য স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রশিষ্য প্রচেতোগণ শম্ভুকে এইরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শিবভক্ত তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতোগণের সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করেন। অপরাপর সিদ্ধান্ত ভাগবতবিরোধী, শুদ্ধভক্তিবিরোধী মনোধর্ম্মমাত্র জানিতে হইবে। প্রচেতোগণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন—ভাঃ ৪।৩০।৩৮—"বয়ন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবস্য-প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥"—"হে ভগবন্, আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্‌বৈদ্য স্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম-আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।" শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"—ভক্তি সন্দর্ভ ২১৪।—"শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ দৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়তমস্বরূপেই জানেন।" শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণু-স্বামিপাদ বৈষ্ণবরাজ বিষ্ণুপ্রিয়তম শ্রীরুদ্রকেই আদিগুরুরূপেই বরণ করিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ"। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও তদনুগ শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীশম্ভুকে ভগবৎ প্রিয়তম অভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদি শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার প্রণালী হইতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার প্রণালী পৃথক্। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর

অনুগ-গণ শুদ্ধবৈষ্ণব। তাঁহারা কখনও তত্ত্ববিরোধ করিয়া শ্রীরুদ্রকে স্বতন্ত্র ভগবদ্‌রূপে বিচার ও নির্ব্বিশেষোপলব্ধিই চরমে প্রাপ্য—এইরূপ পঞ্চোপাসকের মায়াবাদীর মায়াময় মতের আবাহন করেন না। তাই, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম, তৎপরে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর পরমোপাস্য তথা সর্ব্ব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা—"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥"—এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপরে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির বাস্তবসত্য প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশরূপ সরস্বতীপতি শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি ও তদালিঙ্গিতবিগ্রহ উমাপতি শম্ভুর প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—"মাধবোমাধবাধীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ। বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ॥" অর্থাৎ—"বাগ্দেবী সরস্বতীপতি ও বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীপতি মাধব বা বিষ্ণুভক্তির বিঘ্নবিনাশরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহদেব এবং তৎপ্রিয়তম শম্ভু উভয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব। গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই বিষয় ও আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রীরুদ্রই শ্রীগুরুদেব বা আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীনৃসিংহদেবই বিষয়জাতীয় উপাস্য বস্তু। সুতরাং গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর একাত্মা বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ। গুরু ও কৃষ্ণের স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই জন্যই মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ গুরু ও ভগবানের স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও একই কথাই বলেন—"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে

হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১।২০-২১)।

উমাধব ও মাধবকে শ্রীধরস্বামী "পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর প্রণতিপ্রিয়।—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া অতাত্ত্বিক অভক্ত সম্প্রদায় মনে করেন যে, ইহার দ্বারা স্বামিপাদ উমাপতি শম্ভুকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়কারি পুরুষ-মাত্রই জানেন যে, গুরু ও কৃষ্ণ নিত্যকাল এইরূপ বিশ্রম্ভ-প্রণয়ে আবদ্ধ। শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কৃষ্ণালিঙ্গিত-বিগ্রহ। নিত্যারাধ্যপ্রভু নিত্যকাল গৌরালিঙ্গিত-বিগ্রহ। বিজয়জাতীয় পরমেশ্বর ও আশ্রয়জাতীয় প্রভুতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের মধ্যে এইরূপ বিশ্রম্ভভাব নিত্য বর্ত্তমান। যাঁহারা অনর্থমুক্ত হইয়া স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুরূপ নিজজন ও শ্রীগোপীজনবল্লভের মধ্যে কিরূপ বিশ্রম্ভভাব বর্ত্তমান—তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারাই স্বামিপাদের "পরস্পরাত্মানৌ" "পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" শব্দগুলির সুষ্ঠুতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী দুষ্কৃতিফলে শ্রীভগবান্ ও গুরুতত্ত্ব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভুর মধ্যে কিরূপ শুদ্ধভাব বিরাজিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমেশ্বর নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তদধীন দেবতাবৃন্দকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডগতি লাভ

করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রাদি দেবতাকে ভগবৎ-সেবকরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই পরমোত্তমা গতি-লাভ করেন।

কেহ কেহ মনে করেন, ভাগবতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, শিবপুরাণে শিবকে ভগবান্,—এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা একজনেরই নামান্তর আভিধানিক প্রতিশব্দের ন্যায় নাম মাত্র। সুতরাং শম্ভুও স্বতন্ত্র ভগবান্। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক অমল পুরাণ। ইহাতে প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম বা বাস্তব সত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বলবান্', ন্যায়ে শ্রীব্যাসদেব বিমুখ-মোহনের জন্য পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং যদ্দ্বারা তিনি স্বয়ংও পরমশান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকশিক্ষাকল্পে অভিনয় করিয়াছেন—সেই সকল পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ-বাক্যই অধিক বলবান্‌রূপে গৃহীত হইবে। বিশেষতঃ শ্রীশুকদেবাদি পরমহংসগণ-বহুমাণিত পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আরও অন্যান্য পুরাণকে শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে কীর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি স্মৃতির সহিত বিরোধে যেরূপ শ্রুতিই গরীয়সী, তদ্রূপ অন্য পুরাণের সহিত বিরোধ-স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণই গরীয়ান্। এই শ্রীমদ্ভাগবতে শম্ভুকে ভগবানের প্রিয়তম, আলিঙ্গিত-বিগ্রহ, বৈষ্ণবাগ্রগণ্যরূপেই

কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'পরিভাষা'-বাক্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অন্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে শোভমান হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার। লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল' সবংশে সংহার॥ শিরশ্ছেদি' শিব পূজিয়াও দশানন। তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥ সর্ব্ব-দেবমূল তুমি, সবার ঈশ্বর। দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে। পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে। বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥"—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ। "শুন শিব তুমি মোর নিজ-দেহ-মন। যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥ ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার। সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥" ঐ অন্ত্য-৩য়। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন—"কন্যাগণে কহে,—আমা' পূজ, আমি দিব বর। গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর॥"—চৈঃ চঃ আঃ ১৪। "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তিঁহো সর্ব্বদেব-অবতংশ॥ তেঁহোও করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণ দাস'॥ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥ এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥ কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥"—চৈঃ চঃ আঃ ৬।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—"মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা। সেইভাবে যেই জন করে তাঁ'র পূজা॥ তাঁহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন। সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধবিমোচন॥—চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড। শ্রীমদ্ভাগবতে—"অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোনাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ॥" ভাঃ ১।১৮।২১॥ অর্থাৎ—যাঁহার পদনখর-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগত পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য আর কেই বা ভগবৎশব্দ-বাচ্য হইতে পারেন?

"অভক্তেরা সর্ব্বদা নিজের সুবিধা খুঁজেন, 'আমি ধার্ম্মিক, সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক',—এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্য্যের নিকট হইতে ধর্ম্ম, গণেশের পূজা করিয়া অর্থ, শক্তির নিকট হইতে কামনাপূর্ত্তি এবং রুদ্রের নিকট হইতে মোক্ষ আদায় করাই তাহাদের বিচার। চারি জনের নিকট হইতে আদায় করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে দিব কি? না,—কপটতা; যদি আদায়ের ব্যাঘাত কর, তবে পূজা ছাড়িব। কিন্তু ভক্তগণের বিষ্ণুপূজা সেরূপ নহে। আমরা আদায় নেবার পরিবর্ত্তে তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব আদায় করিয়া লইবেন,—তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় নেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা,—কামকামীর কার্য্য; কিন্তু ভক্তের কৃত্য—কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা কিসে হয়, তাহার জন্য ব্যস্ত,

আর অপরে 'সেবক' নাম লইয়া তাহাদের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দিবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজার ছলনা করিয়া কিছু আদায়ের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ"— শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ইহারা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়-পূর্ব্বক আমাকে চাকর করিয়া নিজেরা প্রভু হইবেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করিবেন ; কিন্তু আমি সেয়ানা, আমি আদায় লইব, তাদের দিয়া সেবা করাইয়া লইব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষাও চতুর, তাঁহারা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চান' না। আমি অভক্তকে আমার মূর্ত্তি দেখাই না, অন্য মূর্ত্তি প্রকট করি।" ভক্তসকল প্রভুকে সেবা করেন বলিয়া প্রভু নিজের মূর্ত্তি বদল করেন না, কিন্তু অভক্তের নিকট ভগবান্কে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় পরিয়া অন্য দেবতার চেহারা করিতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবাই বিষ্ণুদেবতা। অন্যদেবতা—বিষ্ণু নহেন যাঁহারা ; তাঁহাদের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু চাই,—যেন খাজাঞ্চী করিয়া ফেলি ; যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে চেক্ কেটে টাকা বাহির করিয়া লই, টাকা দাদন দিয়ে তাহা আবার সুদ সমেত আদায় করি—সেই রকম আমাদের যে ভগবান্কে নমস্কারাদি দাদন দেওয়া, তাহাও তাঁহার কাছ থেকে কিছু আদায় করিয়া লইবার ফন্দি। 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' করিয়া কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নাই। ভগবানের ভক্তবাৎসল্যবিচারে অনুমোদিত যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহাই

পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা বলেন গণদেবতা ঈশ্বর। চারিপ্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেব্যের জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের অন্যরূপ সেবা—সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্য-দেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনা মাত্র। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হইয়া 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলেন, তাঁ'র সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যা'ব—এই রকম বিচার করেন, উহাকেই তাহারা মঙ্গল-প্রাপ্তি বলিয়া বিচার করেন। মোক্ষকামীর—মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। বুভুক্ষা হইতে আর তিন প্রকার (গণেশ, শক্তি ও সূর্য্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার প্রার্থী আমরা, দেবতারা আমাদের সেবা করিয়াই খালাস। আমরা যেমন বলিয়া থাকি "আপনার কি সেবা করিতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন"—এই প্রকারে তাঁহারা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নাই। ভগবান্ কামদেবের প্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র একল বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ"—ব্রহ্মারুদ্রাদি ছিলেন না। ভগবান্ থেকেই এই দুই মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়। অন্যদেবতার পূজা করিতে হইলে শালগ্রাম আনিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা

করিতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠার সাহায্য বিধান করিয়া থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হইলে ভক্তিরসলাভের সম্ভাবনা থাকে না; সেই রসবিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, একমাত্র আকর্ষক। অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারাই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা অন্যায় ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁহাদের তিনি আকর্ষণ করেন। যদি কোন ব্যক্তি বলেন, ভগবান্ আমার পতি হউন, তাহা হইলে রামের উপাসনা-দ্বারা তাহা হয় না, কৃষ্ণের উপাসনা করিতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ বলিয়াছিলেন,—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥" ভাঃ ১০।২২।৪—দেবীর কাছে ইতর কামনা না করিয়া কৃষ্ণকামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্তবৃত্তিতে লক্ষ্য করি। ঐপ্রকার মহাদেবের পূজার সময় বলিয়া থাকি :—"শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্। সর্ব্বক্লেশ হরং দেবং বৃন্দারণ্য রতিপ্রদম্॥"—শ্রীমদ্ গোপীশ্বর শঙ্কর তোমাকে বন্দনা করি। তুমি করুণাময়, সর্ব্বক্লেশহরদেব এবং বৃন্দাবনের রতিপ্রদ। "বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥" (চক্রবর্ত্তীপাদকৃত সঙ্কল্পকল্পদ্রুম) হে গোপেশ্বর! তুমি বৃন্দাবন নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল)

এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক ; সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন। ('বৈষ্ণানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক বলিয়া সনকাদি সাতজন তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন—(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্ত্তি)। ভগবানের পূজা করিতে হইলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্ব্বাগ্রে মহাদেবের পূজা করিতে হয়। বদ্ধজীবগণ মহাদেবের পূজা করিতে পারে না, একমাত্র মুক্তপুরুষই সুষ্ঠুভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন। সেই মহাদেব সর্ব্বক্ষণ রাম-নাম-গানে মত্ত ; ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে করিতে হয় না। সকল দেবতা ভগবানেরই আশ্রিত, তাঁহার পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়। জীব যখন উপাধিশূন্য হইবে, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, ধ্বংস হইয়া যাইবে, তখন তাঁহার দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণ উপাসনা হইবে।

(শ্রীলপ্রভুপদ)।

১। **সদাশিব**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ ঈশ্বর-কোটি, তিনি গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে ক্ষেত্রপালরূপে নিত্য বিরাজমান। তথায় ভক্তগণের মিলনাদি-কার্য্যে সর্ব্বদা সেবামগ্ন। ব্রজে নয়টী ক্ষেত্রপাল-মহাদেব-মূর্ত্তি ; (১) গোপেশ্বর, (২) ভূতেশ্বর, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) রঙ্গেশ্বর, (৫) কামেশ্বর, (৬) হতরেশ্বর, (৭) নন্দীশ্বর, (৮) চকলেশ্বর, (৯) বৃদ্ধেশ্বর বা বুড়াবাবা। শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর—গোপীগণ

তাঁহার পূজা করিয়া কৃষ্ণে নিরুপাধিকা প্রীতি প্রার্থনা করেন। তিনিই আবার শ্রীরাসে প্রবেশার্থী হইয়া তপস্যা করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। আবার কাম্যবনে "কামেশ্বর"-রূপে শ্রীযশোদাদি বাৎসল্যরসের আশ্রয়বৃন্দকে কৃষ্ণ-সংযোগাদি সেবা তৎপর। এইরূপ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণধামে তিনি ধামেশ্বর ক্ষেত্রপালরূপে নিত্য কৃষ্ণসেবা-তৎপর। শ্রীনবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব ও বৃদ্ধশিবাদি নানাভাবে শ্রীনবদ্বীপ ধামের সেবা করেন। শ্রীক্ষেত্রে—শ্রীলোকনাথ (মন্ত্রী), শ্রীযমেশ্বর (প্রহরী), শ্রীকপালমোচন (দ্বারপাল), শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর এই পঞ্চমূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিত্যকাল নানাপ্রকার মন্ত্রী, ভাণ্ডারী, কোষাধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক ও ব্যবস্থাপকাদি সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ সর্ব্ব-বিষ্ণু-ধামে তিনি ক্ষেত্রপালরূপে সেবা করেন। ইনি শ্রীবৃষভানুপুরে বর্ষানা পর্ব্বতরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রাপ্ত।

১। **শম্ভু**—তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হইয়াছেন। তিনি স্বাংশ এবং স্বরূপশক্তি-বিভাবিত দাসরূপে কৃষ্ণভক্তি প্রচার, প্রদান, সংরক্ষণ ও সংস্কার সেবা-ভার প্রাপ্ত। মহেশ-ধামের অধিষ্ঠাতা শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' ন'ন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী—নামাপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ তত্ত্বের লক্ষণ এই যে,—দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ-

যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ-শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সন্বিদ্‌গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশ ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকটিত হ'ন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্য-ব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন-কোন-অসুরের নাশ এবং সংহার-কার্য্যে, এই সমস্তক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তি-দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছা-মতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি 'ঈশ্বর' তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'। কোন-কল্পে উপযুক্ত-জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'শম্ভু' হইয়া কার্য্য করেন, আবার কোন-কল্পে সেরূপ যোগ্য-জীব না থাকিলে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নিজশক্তির বিভাগক্রমে তমোগুণাবতার 'শম্ভু'কে সৃষ্টি করেন। শম্ভুতে পূর্ব্বোক্ত

পঞ্চাশ গুণাতিরিক্ত পাঁচটী গুণ ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে।

৩। **শ্রীশঙ্কর**—শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ৮, ১০, ১৫ শ্লোকের প্রকাশিণী-বৃত্তিতে শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের বর্ণন—"সৃষ্টি-কামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। **তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ ; তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুর সৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে ; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপি তত্ত্ব।** ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, **নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ মহাবিষ্ণু,—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময়, এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তি-গত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ।** প্রথমোক্ত কামবীজ—

মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন।

চিদৈশ্বর্য্যপ্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত।

ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামী ক্ষিরোদশায়ী পুরুষই শ্রীবিষ্ণু। হিরণ্যগর্ভ-রূপ ভগবদংশই প্রজাপতি; ইনি—চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা হইতে পৃথক্; এই হিরণ্যগর্ভই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক-ব্রহ্মার বীজতত্ত্ব। জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু—তদীয় মূলতত্ত্ব আদিলিঙ্গরূপ শম্ভুর প্রভূত প্রকাশমাত্র। বিষ্ণু—মহাবিষ্ণুর স্বাংশতত্ত্ব, অতএব সর্ব্বমহেশ্বর; এবং প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ। স্বীয় শক্তি বামে থাকেন বলিয়া

শ্রীমহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তির শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয়। বিষ্ণুই ঈশ্বররূপে প্রত্যেক-জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। বেদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলিয়া তাঁহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্ত্তা; কর্ম্মিলোকসমূহ তাঁহাকেই 'যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ' বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলিয়া ধ্যান করত সমাধি প্রত্যাশা করেন।

তাৎপর্য্য—মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্ব-সত্ত্বময়। মায়িক-জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধসত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক অধারতত্ত্বে মিলিত; **সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্যব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব মাত্র। আবার, যে-সময়ে তত্ত্ববিকাশ-ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয়; তথাপি সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাসমাত্র' অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না; তাঁহারা বৈকুণ্ঠগত হন্। সেই অভিমান ভুলিয়া তাঁহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশ করত তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া দেয়।** সুতরাং **শম্ভুই**

অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক-দেহাত্মাভিমানের মূলতত্ত্ব। বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়াবিশেষ স্বীয় স্বীয় সাবিত্রী ও উমারূপা অপরা-শক্তির সহিত বিলাস করেন। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র চিচ্ছক্তিরূপা রমার বা শ্রীর পতি। ইহাই লিঙ্গ-যোনির উপাসনার তাৎপর্য্য।

শ্রীরুদ্র—অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী এই অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশবাহু ও পঞ্চমুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিনটী নয়ন। রুদ্রগণ ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিশূল-ধারী। ভগবদ্বিদ্বেষীগণকে ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া শাসন করেন।

"ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে স্নেহের পরিপন্থী দক্ষ ও রুদ্রের জীবহিংসা-ক্রিয়াকে নিবারণ করিয়া জগতে অহিংসাবাদ স্থাপনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের উদ্দেশ্য তর্কপন্থায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আনুগত্যাভিমানীগণ বেদের বিকৃতবাদের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাক্ষাদ্ বিষ্ণুবিগ্রহ বেদের বিরুদ্ধ তথা বুদ্ধরূপী বিষ্ণুকেও অবমাননা করিয়া ফেলিল। যখন এই নাস্তিকতা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া একেবারে শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইল এবং একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি শব্দাবতার বেদকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া

দিবার চেষ্টা হইল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু অন্ততঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণিকত্ব স্থাপনের জন্য শঙ্করকে শক্তিসঞ্চার করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন। ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অনুগত অভিমানে চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষবাদকেই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া ধারণা করিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেকভাবেই তাঁহাদের উপকারার্থে ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্করকে আদেশ করিলেন—"হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা (বিমুখ) মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত শাস্ত্রে আমার নিত্য ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও, তাহাদ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে। হে মহাবাহো রুদ্র, **তুমিও মোহ-শাস্ত্র প্রণয়ণ কর;** হে মহাভূজ, **অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপ প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর, তোমার রুদ্ররূপ (সংহার মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপকে আবৃত কর।"** তাই একদিন পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিলেন,—"হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র,—বৌদ্ধমত বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন-ভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, **কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব। বৌদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষাও মায়াবাদ অধিকতর নাস্তি-কতাপূর্ণ।** মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদী, প্রকৃত ব্রহ্মবাদী নহেন, তাহারা ব্রহ্মকেও মায়ার অভিভাব্য করিতে চেষ্টা করেন।

এজন্য তাহাদিগকে **"মায়াবাদী"** আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের বিশেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের অসম্মত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া বহির্ম্মুখ বঞ্চনা করেন। ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৪২।১০৬, ৯।২২—৭৪; ও বরাহপুরাণ ৭০।৩৫, ৩৬—উক্তি হইতে জানা যায়। কিন্তু শ্রীশঙ্কর—স্বয়ং পরমবৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দ্বাদশজন মহাজনের অন্যতম এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (ভাঃ ৬।৩।২০, ১২। ১৩।১৬)। তিনি তাঁহার বিমুখ-মোহনাবতারে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ না করিয়া স্বকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত নিত্য-লীলা-সমূহ কৌশলে অদ্বৈত-মতালম্বনে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তরের গূঢ়-ভাবকে ব্যক্ত করিয়াছেন। (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ)। তিনি শ্রীগোবিন্দাষ্টকে ৫, ৭ সংখ্যায় বলিতেছেন,—

গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্-গোখুর-নির্ধূতোদ্গতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥
কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং
কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি সুনৃত্যন্তং মুহুরত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥

যিনি রাসলীলায় গোপীমণ্ডলরূপ গোষ্ঠীকে ভেদ করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্ত্তিতে বিরাজমান এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-হেতু যিনি ভেদাবস্থাতেও অভেদের ন্যায় প্রতিভাত, অণুক্ষণ গোখুর হইতে সমুদ্গত ধূলিধূসরতায় যিনি সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যশালী, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযোগে যাঁহার নিকট হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি অচিন্ত্যস্বরূপ, যাঁহার চিন্তার দ্বারা সদ্ভাব লাভ হয়, যাঁহার মহিমাই চিন্তামণি-স্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করি।

(শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন)।

যিনি কারণের কারণ, যিনি কমনীয় কলেবর, যিনি সকলের আদি, যিনি অনাদি, যিনি নীলমেঘবর্ণ, যিনি কালিন্দীগত কালিয়নাগের মস্তকে সুন্দররূপে বারংবার নৃত্য করেন, যিনি কালস্বরূপ অথচ কালগণনার অতীত, যিনি নিখিল প্রপঞ্চের আশ্রয়, কলিদোষবিনাশকারী, যিনি কালত্রয়ের গতির হেতু-স্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে ৬ ও ৭ শ্লোকে একাধিক-বার শ্রীমতী রাধিকার নামোচ্চারণ করিয়া কলিন্দ-নন্দিনীর বন্দনা করিয়াছেন,—

জলান্ত কেলিকারি চারু-রাধিকাঙ্গ-রাগিনী
স্বভর্ত্তুরণ্য-দুর্ল্ল ভাঙ্গতাঙ্গতাংশ-ভাগিনী।
স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্তসিন্ধুভেদি-নাদি-কোবিদা
ধুনোতু মে মনোমল কলিন্দ-নান্দিনী সদা॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগ-লম্পটালি-শালিনী
বিলোল-রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী
সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্তৃভৃত্য-নারদা
ধুনোতি মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥

যিনি জলকেলিরতা সুন্দরী শ্রীমতী রাধিকার শ্রীঅঙ্গে অভিলাষবতী, অপরের দুর্ল্লভ স্বভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গতা-প্রাপ্তা দেবী শ্রীকালিন্দীর অংশ যাঁহাতে বর্ত্তমান, যিনি মধুর-ধ্বনিদ্বারা নিদ্রিত সপ্তসমুদ্রকে ভেদ করিতে নিপুণা, সেই কলিন্দ-নন্দিনী আমার চিত্ত-মল সর্ব্বদা বিধৌত করুন।

জলক্রীড়াকালে সলিলচ্যুত শ্রীঅচ্যুতের অঙ্গরাগলুব্ধ সখীগণ যাঁহার শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন, শ্রীরাধার বিলোল-কবরী-চ্যুত চম্পকশ্রেণী যাঁহার মালাস্বরূপ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য শ্রীনারদাদি মহদ্‌গণ যথায় সর্ব্বদা অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দ-নন্দিনী শ্রীযমুনা আমার চিত্ত-মল বিধৌত করুন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৫৮ অনু) "শ্রীযমুনাস্তবে শ্রীশঙ্করাচার্য্যচরণৈরপ্যুক্তম্—'বিদেহি তস্য রাধিকাধবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে রতিম্' ইতি'—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত স্তবের এইরূপ একটি চরণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীরুদ্রের লোকেশ্বরত্ব সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—যদি বলা যায় যে, শাস্ত্রে কোন কোনও স্থলে ব্রহ্মারুদ্রাদিও তো লোকেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তদুত্তরে—সত্য, তাঁহারা সামর্থ্য-যোগেই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হউন, কিন্তু পরমেশ্বরত্ব একমাত্র শ্রীহরিরই। 'তমীশ্বরাণামিত্যাদি'

শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায়। যেমন রাজসেবক রাজকর্ম্মচারী সমূহতে রাজার শক্তিযোগবশতঃ রাজা বলা যায়, সেইপ্রকার পরমেশ্বর শ্রীহরির গুণের অংশ যোগ আছে বলিয়াই সেই ব্রহ্মারুদ্রাদিতেও অধীশ্বরত্ব দেখা যায়, সুতরাং ঈশ্বর বলা যায়। যেমন রাজকর্ম্মচারীতে রাজ-শব্দের ব্যবহার গৌণ, সেইরূপ ব্রহ্মারুদ্রাদিতেও ঈশ্বর ব্যবহার গৌণ। শ্রীনারায়ণ উপনিষদে শ্রবণ করা যায় যে, ব্রহ্মারুদ্রাদি হরি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—"নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য জাত হইয়াছেন" ইত্যাদি। মহোপনিষদেও শ্রবণ করা যায় যথা—"সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান কেহই ছিলেন না, ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—"ধ্যানান্তঃস্থিত সেই নারায়ণের ললাটদেশ হইতে ত্রিনয়ন শূলপানি পুরুষ জাত হইয়াছিলেন, সম্পত্তিমৎ সত্য, ব্রহ্মচার্য্য, তপঃ, বৈরাগ্য, সেই নারায়ণ হইতে জাত হইয়াছেন" ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—"যে অচ্যুতের (কৃষ্ণের) প্রসন্নতা হইতে ভূতপ্রজা সৃজনকারী আমি ব্রহ্মা জাত হইয়াছি, এবং ক্রোধ হইতে প্রলয়কারী রুদ্র জাত হইয়াছে, এবং অচ্যুত হইতে সৃষ্টির হেতুভূত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণুনামক পরপুরুষ প্রকাশ পাইয়াছেন।" মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মাধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন,—"আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও রুদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না।" সামবেদীয় ছান্দোগ্যসমূহ কিন্তু রুদ্রকে

ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যথা—"বিরূপাক্ষ বিধাতার অংশ, বিশ্বদেব, সহস্র নয়ন, ব্রহ্মার পুত্র, জৈষ্ঠ্য অমোঘ কর্ম্মের অধিপতি" ইত্যাদি। শতপথব্রাহ্মণের অষ্টমব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, যথা—"সম্বৎসরে একটি কুমার জাত হইয়াছিল, সেই কুমার রোদন করিলে প্রজাপতি সেই কুমারকে বলিলেন, তুমি রোদন করিতেছ কেন? যেহেতু তুমি আমার তপস্যা হইতে জাত হইয়াছ। তখন সেই কুমার বলিলেন, 'আমি পাপশূন্য নহি, আমার নামকরণ করুন" ইত্যাদি। শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—"নারায়ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, রুদ্রদেব জাত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বগামিতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" শাস্ত্রে যে কোথাও রুদ্রকে নারায়ণ হইতে জাত, কোথাও বা ব্রহ্মা হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—এই প্রকার ভেদের তাৎপর্য্য—**কল্পভেদ।** অর্থাৎ **কোন কল্পে রুদ্রদেব ব্রহ্মা হইতে, কোন কল্পে নারায়ণ হইতে জাত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে।**

যদি নার—অয়ন = নারায়ণ এই সমাখ্যায় লক্ষীপতিকেই বুঝায়, তাহা হইলে মহা—ঈশ = মহেশ, এই সমাখ্যা-বলে রুদ্রও পরমতম হইতে পারেন। ইহার উত্তরে—এইরূপ বলিতে পারা যায় না; সেই মহেশাদি সমাখ্যাটি মহেন্দ্রাদি সমাখ্যার ন্যায় বিফল। ইন্দ্র সমাখ্যাই ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব সাধন করিতে পারে, কেন না ইদ্ ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মহা শব্দে আর কি বিশেষিত হইল? ইন্দ্রের নাম মহেন্দ্র হইলেও, ইন্দ্র যে ঈশ্বর নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব

কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য, ইহা তাঁহার শতমখ সংজ্ঞা দ্বারায় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য, ঈশ্বরস্বরূপের স্বরূপধর্ম্ম। এই প্রকার **মহাদেব, মহেশাদি ও মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, দেবরাজাদি সমাখ্যার ন্যায়।** সুতরাং শাস্ত্রের প্রবল প্রমাণের দ্বারা বাধ হওয়ায় সেই সেই মহেশ, মহেন্দ্রাদি সংজ্ঞা নিষ্ফলা। যেমন মহাবৃক্ষ সংজ্ঞা বিফলা।

"বিধি ও রুদ্রের, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনাফলেই লোকাধিকারিত্ব লাভ হইয়াছে," ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যথা—"আদিতে আমিই ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করি। সেই ব্রহ্মা স্বয়ং আমার যজ্ঞ যাজন করিয়াছিলেন। তদন্তর আমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বর দান করিয়াছিলাম যে, তুমি কল্পের আদিতে আমার পুত্র এবং সর্ব্বলোকাধ্যক্ষ হইবে।" উক্ত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন কালে ভগবান্ বলিতেছেন—"বিশ্বরূপ মহাদেব সর্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূত এবং আত্মার সহিত নিজের আত্মাকে হবন করিয়া দেবদেব হইয়াছিলেন। নিজকীর্ত্তি-দ্বারা সমস্ত বিশ্বলোক ব্যাপিয়া সেই দ্যুতিমান কীর্ত্তিবাস বিরাজ করিতেছেন।" রুদ্র যে পশুপতি অর্থাৎ জীবপালক, এইটী বরলভ্য ; ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন—"সেই প্রজাপতি বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর ; তখন সেই কুমার বলিল, আমি পশুদিগের পতি হইব, তদ্ধেতু সেই রুদ্র পশুপতি হইয়াছিলেন।"

ব্রহ্মবধ পাপ হইতে রুদ্রকে হরিই রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা—মৎস্যপুরাণে রুদ্রদেব বলিতেছেন,—"তদনন্তর ক্রোধযুক্ত আরক্তনয়ন হইয়া আমি বাম অঙ্গুষ্ঠনখাগ্রের দ্বারা সেই ব্রহ্মার

মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলাম।" অন্যত্র 'ব্রহ্মাও রুদ্রকে নিরপরাধে মস্তক ছেদন জন্য অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন রুদ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে আকুল হইয়া পৃথিবীতে সমস্ত তীর্থ বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। "তদনন্তর নারায়ণ নিজ নখাগ্রদ্বারা নিজ পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করেন, তখন নারায়ণের পার্শ্বদেশ হইতে প্রবল রুধির ধারা নিঃসৃত হইয়া স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই সেই কপাল সহস্রধারূপে নানাপ্রকারে খণ্ড বিখণ্ড হইল। তাহাতে রুদ্র নিস্তার পাইলেন।" রুদ্রের দুর্জ্জয় ত্রিপুরাসুর-হেতু বিপদ হইতে নিস্তার হরি-কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। ইহা মহাভারতে বর্ণিত আছে। অপরিমিতবীর্য্য ভগবান্ শঙ্করের আত্মাই বিষ্ণু ; এই হেতু সেই মহেশ্বর ধনুর জ্যা-সংস্পর্শ সহন করিতে পারিয়াছিলেন।

বিষ্ণুধর্ম্মেও বর্ণিত আছে—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ত্রিপুর হননকারী শঙ্করের রক্ষণ নিমিত্ত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিষ্ণুপঞ্জর নিরূপিত হইয়াছিল।" বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—"বানযুদ্ধে শ্রীগোবিন্দ জৃম্ভন-অস্ত্রদ্বারা শঙ্করকে জৃম্ভিত করাইয়াছিলেন, তদনন্তর দৈত্য-সকলকে এবং প্রমথগণকে সমন্ততো বিনাশ করিয়াছিলেন। রথোপরিস্থ শঙ্কর জৃম্ভারদ্বারা অভিভূত হইয়াই উপবেশন করিয়াই থাকিলেন। সেই সময় অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।" শ্রীরামায়ণে পরশুরামের উক্তি—"হুঙ্কার মাত্রেই মহাবাহু ত্রিলোচন জৃম্ভিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে ভগ্ন-শৈবধনু দেখিয়া ঋষিদিগের সহিত দেবগণ বিষ্ণুকেই অধিক মনে

করিয়াছিলেন। নরসখা নারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত রুদ্রকে নারায়ণ সংহার করিতে ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া রুদ্র নারায়ণের শরণাগত হওয়ায়, নারায়ণ রুদ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" মহাভারতেও বর্ণিত আছে—"শঙ্কর, প্রভু নারায়ণদেবকে প্রসন্ন করাইয়াছিলেন, এবং সেই আত্মপূজ্য বরদাতা হরির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন," ইত্যাদি। সমুদ্র-মন্থন-কালে কালকূট হইতে রুদ্রের নিস্তার, সেই নারায়ণের নাম-কীর্ত্তন-প্রভাব হেতু হইয়াছিল। যথা—"অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আনষ্টুভ্, অনষ্টুভ্ ছন্দঃযুক্ত মন্ত্রকে ওঁ নমঃ এইটী যুক্ত করিয়া জপ করিতে করিতে ভগবান্ হর বিষধারণ করিয়াছিলেন।"

এক সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সকলেই মহাপ্রলয়কালে বিনাশপ্রাপ্ত হন্। যথা—"চরাচর লোকসমূহ নষ্ট হইলে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি প্রলীন হইলে আভূত-প্রকৃতি-পর্য্যন্ত প্রলীন প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র সর্ব্বাত্মা মহান্ই বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই নারায়ণ, প্রভু" ইত্যাদি (মহাভারত)। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—"ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্যেরাও বিষ্ণুতেজসমন্বিত। আবার সৃষ্টি-কার্য্যাবসানে বৈষ্ণব তেজের সহিত বিযুক্ত হ'ন। বৈষ্ণবতেজ বিযুক্ত সেই দেবগণ পঞ্চত্ব লাভ করেন।" সুতরাং **বিধি-রুদ্রাদির হরি হইতে জন্ম-নাশ হেতু অধীশ্বরত্ব নির্ব্বাধরূপেই সিদ্ধি হইল।** অতএব এই "ব্রহ্মা-রুদ্রাদি হরির ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরাকালে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতা সকল বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, কেশবের প্রসাদে ব্রহ্মপদ, শিবপদ, ইন্দ্রপদ প্রভৃতি নিজ

নিজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” ইহা নরসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে।

“মহাদেবের অঙ্গ হইতে পতিত পবিত্র জলকে তাঁহারা স্পর্শ করিয়াছিলেন।” এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, শিবের অঙ্গস্পর্শ হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার পবিত্রতা। ইহা মন্দ। কেননা—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরম পবিত্রজ্ঞানে মহাদেব স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা জানিয়াই দেব, ঋষ্যাদি পরম পবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করেন। অতএব “হরের গাত্র সংস্পর্শ হেতু গঙ্গা পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের অর্থ এই যে, **“মহাদেবের পবিত্রতা অর্থাৎ শুদ্ধিপ্রদত্তশক্তি, গঙ্গা হইতেই লাভ করিয়াছেন।”**

শাম্বকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত, এবং অর্জ্জুনের বিজয়ের নিমিত্ত হরির রুদ্রারধন এবং রুদ্রস্তবন মহাভারতে দেখা যায়, “তাহা নারদাদির আরাধনার ন্যায় হরির নরলীলারূপেই বুঝিতে হইবে।” “দ্রোণপর্ব্বের-শেষে শতরুদ্রীয়স্তবের অর্থ—“রুদ্রই, এবং সেই রুদ্রই পরম কারণ” এই ব্যাসদেবের বাক্যে, অন্তর্য্যামীপরত্বই বুঝিতে হইবে। কেন না, পরব্রহ্ম দুই হইলে তাহা মহা অনিষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রকারে হরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মা-রুদ্রাদির পরতমত্ব শ্রবণ করিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। কারণ ঐসকল পুরাণ রাজস ও তামস বলিয়া হেয়। এ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“সঙ্কীর্ণ, তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক এই চারি প্রকার কল্প কথিত হইয়াছে। ঐ সকল কল্পকে ব্রহ্মার দিবস

বলা যায় (ব্রহ্মার এক একটি দিনকে এক একটি কল্প বলা যায়)। ব্রহ্মা পুরাকালে যে যে কল্পে যে যে পুরাণ বলিয়াছিলেন, সেই সেই কল্পে সেই সেই পুরাণের মাহাত্ম্য বিধান করা হইয়াছে। তাপস কল্প-সমূহে অগ্নির মাহাত্ম্য অর্থাৎ সেই অগ্নিপ্রতিপাদ্য যজ্ঞের মাহাত্ম্য, শিবের মাহাত্ম্য, শিবার মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে। আর রাজস কল্প সমূহে ব্রহ্মার মহিমা অধিক বর্ণন করা হইয়াছে, বিদ্বান সকল ইহাই জানেন। সঙ্কীর্ণ-কল্প অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকময় বহু বহু কল্পে সরস্বতীর মাহাত্ম্য অর্থাৎ নানাবর্ণ্যাত্মক তত্ত্বপলক্ষিত নানা দেবতার মাহাত্ম্য এবং পিতৃদেবতার মাহাত্ম্য অর্থাৎ পিতৃলোক প্রাপক কর্ম্মসমূহের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—"কালতত্ত্ববেত্তা মুনিগণ, পুরাণসমূহে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক সংখ্যাতীত কল্প সকল বর্ণন করিয়াছেন। সাত্ত্বিক কল্পসমূহে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক ; তামস কল্পসমূহে শিবের এবং রাজস-কল্পসকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

বেদবিরোধী স্মৃতিসকল যে হেয়, তাহা মনু বলিয়াছেন,—"যে সকল স্মৃতি বেদবাহ্য এবং যাহা কিছু কুদৃষ্টি তাহা সকলই নিষ্ফল এবং পরলোকে সে সকল তমোনিষ্ঠ বলিয়াই কথিত। অতএব **সাত্ত্বিক-পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিই প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণীয়। তদ্ভিন্ন রাজসিক তামসিক পুরাণাদি ভ্রমকরত্বহেতু প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে। অতএব সুধীজন রাজসিক তামসিক পুরাণাদি-দ্বারা ভ্রান্ত হইবেন না।**

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৮৯ অঃ বর্ণিত আছে—“একদা মহাঋষিগণ সরস্বতী-তীরে পুরাণ শ্রবণের মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সকলেই মহাতপোধন ও শাস্ত্রকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার আরম্ভ হইল। কেহ পুরাণ প্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব, কেহ পুরাণ-প্রমাণ-বাক্যদ্বারা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কেহ বা পুরাণ-প্রমাণানুসারে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া সকলে মহর্ষি ভৃগুকে ইহার মীমাংসার ভার দিলেন। তখন ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গমন করিয়া পিতা ব্রহ্মার প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব-হানি করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, তথাপি **ব্রহ্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন।** উহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে ভস্মসাৎ করিতে গেলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরম স্বজন-ভক্ত ভৃগুর মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং **গুণাবতারের মধ্যে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। ভৃগু স্বয়ংই বুঝিতে পারিলেন—ব্রহ্মা সর্ব্বকারণ-কারণ নহেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মাত্র।** পরে ঋষিগণের অনুনয়-বিনয়ে ব্রহ্মার ক্রোধ উপশান্ত হইল। অতঃপর ভৃগু রুদ্রের নিকট গমন করিলে রুদ্র আপনাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে ভৃগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া ভৃগুকে প্রেমালিঙ্গন দিতে গেলেন। ভৃগু রুদ্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচনকে ঐ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দেখাইতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধ উদ্রেক করাইলেন। রুদ্র

সংহার-মূর্ত্তিতে ভৃগুবধে যত্নবান্ হওয়ায় রুদ্রতত্ত্ব বুঝিতে ভৃগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ভৃগু ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মী-সেবিত-চরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই ভগবান্ বিষ্ণুকে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মার ও রুদ্রের বিচারের ন্যায় ক্রুদ্ধ ত' হইলেনই না—বরং তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত প্রসন্ন-ভাবে ভৃগুকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন এবং আত্মদোষক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ ভৃগুকে আরও বলিলেন—তাঁহার সেবিকা লক্ষ্মী যে বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, সেই বক্ষেই তিনি ভক্তবরের পদ ধারণ করিলেন। বিশ্রম্ভ বিচারে অনুরাগ পথের নৈপুণ্য প্রদর্শন-লীলা মূঢ়সমাজে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু সুচতুর ভক্তগণ আত্ম-দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎপ্রীতি ও ভক্তগণের পরম চাতুর্য্য প্রকাশ করেন। কৃষ্ণভক্তের লোকাতীত মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদনিবিষ্ট করিতে শঙ্কিত হন নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগু-কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও তদ্দ্বারা ভৃগুর ভগবৎসেবার অতি-বিশ্রম্ভ-ভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হইয়াছে। মূঢ় জনগণ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিপরীত বুঝিয়া ভৃগুর অনুকরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে ব্যস্ত হয়। ব্রহ্মার নন্দন ভৃগু ক্ষুদ্র জীব হইয়াও লোক-চক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য করিলেন, উহা ভক্ত-জনোচিত নহে, পরন্তু যাহারা জাগতিক মূঢ়তা বশে

হরি-হর-বিরিঞ্চির মধ্যে বিষ্ণুর পরমপদের উত্তমত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আবেশাবতার-সূত্রে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও আবেশাবতারের অভিনয় করিয়া স্বীয় নিত্য দাস্যভাব গোপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য—রুদ্রের আবেশাবতার ; শ্রীভৃগু, ব্যাসদেবও বিষ্ণুর আবেশাবতার। অধস্তন ঋষিগণও ব্রহ্মার আবেশাবতার, সুতরাং ভগবান্ই আবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন লীলা-প্রদর্শনকল্পে প্রয়োজক-কর্ত্তৃরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন। ক্ষুদ্রজীব কর্ম্মী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণব্রুবগণ ভৃগুকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করেন না। অনুরাগ-পথে তদনুকরণকারী বল্লভীয়-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মধুর-রসে ভগবানের বিশ্রম্ভ-সেবা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভৃগু-চরিত্র-বুঝিতে পারেন।

শ্রীভুবনেশ্বর তত্ত্ব—'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন—"শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্ব্বতীর্থময় স্বর্ণকূট-গিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্ব্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। **যাঁহাদের শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি বিরাজমান,**

তাঁহারাই বাসুদেবপ্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন। "ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভুর শ্রীমুখে বারানসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রতীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্ণাদ্রিতে আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতেও মনোরম। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে **সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান।** ভুবনেশ্বরী মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন।" ইত্যাদি। "অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু জনার্দ্দনকে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, কৃপাপূর্ব্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু হ্রদের পূর্ব্বতীরে মূর্ত্তিদ্বয়ে আপনি অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন! তদবধি ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দু-সরোবরের পূর্ব্বতটে বাস করিতেছেন। **শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে ভুবনেশ্বর শম্ভু অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।**

প্রসাদ-নির্ম্মাল্য—'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে'র ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে—মহাদেব বলিতেছেন,—"হে ব্রহ্মন্, একাম্রক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্তুসমূহের দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণ লিঙ্গের অর্চ্চন করিবে এবং অর্চ্চনান্তে শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ভোজন করিবে। "মহাদেবের আদেশ শ্রবণ

করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য 'অভক্ষ্য' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে?" ব্যাস বলিলেন,—"লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য বটে; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিব-নির্ম্মাল্য-দূষণ বাক্যগুলি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে সেবন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অধম জাতিও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ করিবে না; অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে। ইহাতে কোন স্পর্শ-দোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুষ্ক, পর্য্যুসিত, দূরদেশাহৃত, এই প্রসাদ-সেবনেও অনর্থ মুক্তি ঘটে। উহা সেবনে বিষ্ণুর দর্শন, পূজন, ধ্যান, শ্রবণাদির ফল উৎপন্ন হয়। অমৃতভক্ষণে বরং পুনর্জ্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর-নির্ম্মাল্য সেবনে পুনর্জ্জন্ম হয় না। উহা দর্শনে কামদ, শিরে ধারণে পাপঘ্ন, ভক্ষণে অমেধ্য ভোজন-দোষের নিবারক, আঘ্রাণে মানসপাপনিষেধক, দর্শনে দৃষ্টিজ পাপনাশক, গাত্রলেপে শারীরপাপ-বিনাশক, আকণ্ঠ ভোজনে নিরম্বু-একাদশীব্রতপালনের ফলদায়ক এবং

সর্ব্বতোভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়ক।” পুনঃ “মানুষের কথা কি ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষু-রূপে ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য যাচ্ঞা করেন। উহা ভক্ষণে শৌচাশৌচ বিচার, কাল-নিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যতে লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য সামান্যে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ইহার পাচিকা স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা—সনাতন ব্রহ্ম; সুতরাং ইহাতে স্পর্শ-দোষাদির বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট—ভুবনেশ-মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট এবং অমেধ্যস্থানগত হইলেও ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণেরও ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠ-লিঙ্গরাজান্ন ভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুর অনাময়-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্ন-ভোজনকারীকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন নরকবাস করিবে। স্নাত বা অস্নাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাত্র সেবনে বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্টস্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শ্রীঅনন্ত-দেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। ইহার মাহাত্ম্য-শ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হ'ন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে শ্রীগোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।” প্রত্যহ শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের ভোগ ও পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও

ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকা-বিলাসাদিতে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাস-পরিচর্য্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা **কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক জগদ্‌বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমন্দিরের শিখরে ত্রিশূলের পরিবর্ত্তে 'পিনাক-ধনু' তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।**

অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণসেবাময় মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, "শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণু-দেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন।" কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাশ করিয়াছেন। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্-ধ্রুবম্॥" (পদ্ম-পুরাণ)। অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।"

বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলাপ্রদর্শনের তাৎপর্য্য—নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী কৈতবযুক্ত জীব-সকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন।

নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে ইহা পরিস্ফুট রহিয়াছে—"হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহার অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। প্রমাণই—পূজ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি।" বিষ্ণু কোন দেবতারই প্রণাম করেন না। **আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্য্যামী। তপ্ত লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ পূজ্য"—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি।** আমি যদি রুদ্র-পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া **আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থে আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি।** ব্রহ্মা এই স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—"বিষ্ণুই, ব্রহ্মা ও রুদ্র—সকলের অন্তর্যামী।" যথা—"বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহিসমূহের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে অক্ষজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।"

শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণবপ্রবর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিব-পূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হ'ন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হ'ন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র

সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকে 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎ-পার্ষদগণ যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও **বিষ্ণ্বাধীন তত্তদ্-দেবতার পূজা-প্রচারার্থ জানিতে হইবে।** ইহা শ্রীভগবৎ-পার্ষদবর্গের "শ্রীবিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা"—ইহা প্রচারার্থ লীলা মাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্ত কক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য। স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "ভগবান্, বিষ্ণু, নারায়ণ" প্রভৃতি কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগর-সমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুমুক্ষুহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"অসূয়ারহিত মুমুক্ষুগণ, অর্থাৎ নির্ম্মৎসর সাধুগণ ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলাসমূহের ভজন করিয়া থাকেন।"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩য় পাদ ১৩।১৪)। **শ্রীভুবনেশ্বর ঘোররূপ রুদ্রমূর্ত্তি বা লিঙ্গসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। তিনি কোটি-লিঙ্গেশ্বর।** শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিচারে **শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন।** শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে **শ্রীগোপালিনী শক্তিরূপে বিচার করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা করেন।** এই সকল সিদ্ধান্তে অবহেলা করিলে ও পারঙ্গত না হইলে নামাপরাধের মধ্যে দ্বিতীয় নামাপরাধে লিপ্ত হইয়া শ্রীনামভজনে শ্রীনামের কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

পাশুপত মতবাদ—পাশুপত-মতে কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত—পঞ্চ পদার্থ। শৈব, সৌর, গাণপত্য ইহারা পাশুপত মতাবলম্বী। **পশুপদবাচ্য জীবগণের পাশ-বিমোচনার্থ পশুপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট মতই পাশুপত মত।** এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত কারণ। মহাদাদি পদার্থ সকলই কার্য্য। ওঁকার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নামই যোগ। ত্রৈকালিক স্নানাদিই বিধি এবং মুক্তিই দুঃখ-নিবৃত্তি। গাণপত-দিগের মতে গণপতি ও শৈবদিগের মতে শিব এবং সৌরদিগের মতে সূর্য্যই জগৎকর্ত্তা। তাহাদিগের হইতেই প্রকৃতি ও কাল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল দেবতার উপাসনা দ্বারাই জগদীশ্বরের সামীপ্য লাভ হয়। এইসকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদে একমাত্র বিষ্ণুরই জগৎকর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য দেবগণের তদধীনত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। বিষ্ণুই একমাত্র আদিকর্ত্তা এবং

অন্যান্য দেবতা বা বস্তুসকল তাঁহা হইতেই সৃষ্ট—ইহা শ্রুত হয়। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি অনুমান দ্বারা সংসারের নিমিত্ত কারণ-স্বরূপ যে জগদীশ্বর কল্পনা করেন, তাহা সম্বন্ধাদি-বিচারসঙ্গত না হওয়ায় অযুক্ত (বেদান্ত ২।২।৩৭-৪১)।

শৈবমতবাদ—চতুর্থ স্থূলাধিকারে মানব যখন ইহ-জগতের অভিজ্ঞান-পাথেয়সহ পরমপদবীতে আরূঢ় হইয়া ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য আত্মহত্যা বা ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষকেই পরম-প্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন, তখন পশু-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে নর-চৈতন্য তাঁহার আরাধ্য বস্তু হয়। মোক্ষকামী হইয়া নর-চৈতন্য রুদ্রের উপাসনায় ত্রিপুটীবিনাশ-চেষ্টা এবং তাহাতে আনন্দের অনুসন্ধান —অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা। আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের নিত্যত্ব না থাকায় কেবলানন্দের সার্থকতা নাই। নপুংসক ও বন্ধ্যার নিকট যেমন পুত্রস্নেহের পরিচয় নাই, আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের অভাবেও তদ্রূপ আনন্দত্বের উপলব্ধি নাই। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষধর্ম্ম বা আনন্দের অনুসন্ধানের জন্য নর-চৈতন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহারাও বিপথে কৃষ্ণেরই অনুসন্ধান করিতেছেন —তাহা অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা। (শ্রীল প্রভুপাদ)

শিব শক্তি-পদতলে কেন? শৈবমতের অন্তর্ভুক্ত শাক্তমত। রুদ্র—সংহারের দেবতা। শৈবমতের শেষ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ,—যাহা বৌদ্ধগণের পরিভাষায় ও চিন্তাস্রোতে 'শূন্য'। আমরা জগৎকে ভোগ করিতে যাইয়া ভোগ্যবস্তু আমাদের উপর চড়িয়া বসিতেছে। ভোগ্যবস্তুর নেশা তখন প্রভু-পুরুষ হইয়া

গেল, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি বশ্য হইয়া প্রকৃতি হইল। পুরুষ তখন আমার উপর চড়িয়া প্রচণ্ড নৃত্য করিতে থাকিল, শাক্তের মতবাদ সৃষ্টি হইল। আমি প্রকৃতি রচিত পুরুষ সাজিয়া যোষারূপী প্রকৃতিকে মাতৃত্ব আরোপ করিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া আব্দার করিয়া ভোগের ইন্ধনসরবরাহকারী মাতৃত্বকে বামত্ব করিয়া ফেলিতেছি। এবং আমি 'শিবোহহং' বলিয়া শক্তিকে 'মা' ভাবিবার পরিবর্ত্তে বামা করিয়া ফেলিতেছি। সেখানে তখন আপাত লোক দেখান পূজ্যভাবটীও থাকিতেছে না— ভোগ্যভাব আসিয়া পড়িতেছে। আমি তখন পুরুষ সাজিয়া শিব হইয়া গিয়াছি—কল্পনা করিতেছি। সেই সকল অপরাধী-কল্পিত 'শিবোহহং'-এর শিবের উপর কল্পিত শক্তিরূপী ইন্দ্রিয়ের নৃত্যই শক্তিপূজার কাল্পনিক মূর্ত্তি 'শিব—শক্তি পদতলে'। ইহাই কালীপূজা বলিয়া সমাজে চলিতেছে। **প্রকৃতপক্ষে শক্তি কখনও নিজ পতিকে পদতলে রাখিতে পারেন না।**

কাল প্রভাবে বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশ-প্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছে—তন্মধ্যে (১) ভোগ-সাধাদৃষ্টবাদী, আত্মভেদবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বর-বাদী, সগুণোপাসক, নকুলীশ পাশুপত ও শৈব-সম্প্রদায়। (২) নিরস্ততর্ক ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত-বিচারপর সগুণোপাসক শৈব-রসেশ্বর-সম্প্রদায়। (৩) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, বিদেহ-মুক্তিবাদী, আত্মভেদবাদী, কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী ও সগুণোপাসক-শৈব-সম্প্রদায়। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

শিবের ধাম—চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক পঞ্চাশৎকোটিযোজন-

পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে। সেই অষ্ট আবরণ ভেদ করিলে সেই নিশ্চল নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। কার্য্য-কারণের অত্যন্ত বিলোপ হয় বলিয়া নির্ব্বাণের মহাকালপুর বলিয়া আখ্যা হইয়াছে। তাহার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য, উহা পুরুষাকার হইলেও কেবল শুষ্ক-জ্ঞানপর সকলই নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদুপাসকগণ সাকার বলিয়া নিশ্চয় করেন। ভগবৎসেবকগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মোক্ষপদে গমন করিলেও উক্ত মোক্ষপদকে মনোহর ঘনীভূতব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিরীক্ষণ করেন। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা রাগী তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। অষ্ট আবরণের মধ্যে প্রথম পৃথিবী-রূপ আবরণ। তথায় মহা-শূকররূপী প্রভু বিরাজমান। দ্বিতীয় আবরণ—বারি বা জল, তথায় মৎস্যদেব পূজিত হইতেছেন। তৃতীয় আবরণ—তেজঃ, তথায় সূর্য্যদেব পূজিত হইতেছেন। চতুর্থাবরণ—বায়ু, তথায় প্রদ্যুম্নদেব পূজিত হইতেছেন। পঞ্চমাবরণ—আকাশ, তথায় অনিরুদ্ধ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। ষষ্ঠ আবরণ—অহঙ্কার, তথায় সঙ্কর্ষণরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। সপ্তম আবরণ—মহত্তত্ত্ব, তথায় বাসুদেবরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তি স্ব-স্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তরবর্ত্তি কারণ সকল পূজ্য, পূজক, ভোগ্য, শ্রী ও মহত্ত্ব বিষয়ে ক্রমশঃ অধিক। অষ্টমাবরণে—মহাতমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণ। সেই প্রকৃতি নিবিড় শ্যামকান্তি। সেই প্রকৃতিই স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করেন। সেই

ঈশ্বরের কি চমৎকার মূর্ত্তি। সেই প্রকৃতির অনিমাদি সিদ্ধি আছে। তিনি মুক্তির প্রতিহারিণী। **যাঁহারা ভক্তি-প্রার্থী তাঁহাদের নিকট সেই প্রকৃতি বিষ্ণুর দাসী, ভগিনী ও শক্তি। তিনি বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।** ইহার পর দুরন্ত ঘনতমঃ অতিক্রম করিয়া তেজঃপুঞ্জ—ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোকের পর ঊর্দ্ধদেশে 'শিবলোক'। তথায় ভোগদাতা, মোক্ষদাতা এবং ভগবান্ ও ভক্তিবর্দ্ধক, মুক্ত সকলের সংপূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ, সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও শ্রীশিব,—প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অহঙ্কারাবরণ সঙ্কর্ষণ যাহা—ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ইলাবৃতবর্ষ বর্ণনে বর্ণিত আছে, তাঁহা অপেক্ষা এই সঙ্কর্ষণের পার্থক্য আছে, কারণ এই সঙ্কর্ষণ সহস্রাস্য। শিব সর্ব্বদা নিজ প্রভু অনন্ত শেষদেবকে মস্তকে, স্কন্ধে ধারণ করিয়া থাকেন। ত্রিশূলধারণ করেন। শরীরের শেষ পরিণতি ভস্ম ধারণ করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছেন। (বৃহদ্ভাগবতামৃত।)

ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী শিবধাম—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ইলাবৃতবর্ষে, অভক্ত সংহারার্থে মায়িক গুণময় কৈলাসপর্ব্বতে, বারাণসী ক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরে প্রধানরূপে বিরাজিত, এতদ্ব্যতীত বহু-স্থানে শিবলিঙ্গ পূজিত হইতেছেন। তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এবং সমস্ত ভগবদ্ধামে ক্ষেত্রপালরূপে শিব পূজিত হইতেছেন।

বৈষ্ণব বিচারে শিবপূজা করিলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণভক্তি-শিক্ষকরূপে গুরুর কার্য্য করেন ও অনুসঙ্গভাবে মুক্তিদানও করিয়া থাকেন। কাশীতে মৃত্যুকালে বৈষ্ণবপ্রবর শিব তারক-

ব্রহ্মনাম-দান করিয়া মুমূর্ষু জীবকে কৃপা করেন। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগৌরসুন্দর নিজে শিবপূজা শিক্ষাদান করিয়া ভক্তাগ্রগণ্য শিবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভু একদা এক শিবভক্ত ভিক্ষুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহার অপরাধশূন্য ভক্তবিচারে শিব পূজার ফল প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন তাহাদের প্রতি শিবের শাসনই প্রযোজ্য। দশানন রাবণ শিবভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য শ্রীরঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করায় শ্রীরামচন্দ্র দশাননের দশদিগদর্শী মস্তিষ্কগুলি বিনষ্ট করেন। রাবণের পূজায় শিব সন্তুষ্ট না হওয়ায় রাবণের সবংশে বিনাশ ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ পাষণ্ড শৈবগণ ত্রিপুণ্ড্র বা তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ করেন, শাস্ত্রে তাহাদের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী ও তাহাদের দর্শন বা স্পর্শ হইলে সচেলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবার বিধান পদ্ম ও স্কন্দপুরাণে বিধান আছে। উক্ত পাষণ্ড শৈবের পূজিত শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণীয় নহে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পৌরাণিক আখ্যান হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া অনন্তপ্রকার বিভিন্ন দেহধারী অসংখ্য শিরযুক্ত শিবের সন্ধান জানিতে পারা যায়। ভগবৎ-প্রিয় মঙ্গলময় শিবের তত্ত্ব গম্ভীর ও দুরাধিগম্য ; তৎকৃপায় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাহার কণিকা মাত্র বর্ণিত হইল।

ইতি—শিবতত্ত্ব সমাপ্ত।